সায়েন্স ফিকশন

পৃথিবীর জন্য ভালোবাসা

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক

জলছবি প্রকাশন

পৃথিবীর জন্য ভালোবাসা

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০
প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, ব্লক-বি, শেখেরটেক
আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

ISBN : 978-984-94524-3-0

মূল্য ২৩০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

Copyright @ Author

Prithibir Jonno Valobasa, Written by **Muhammad Anwarul Hoque**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020, Price Taka 230, US $ 7

All rights reserved under the International and National Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from Muhammad Anwarul Haque or from the publisher AKM Nasiruddin Ahmed of Jalchhabi Prokashon, Dhaka, Bangladesh.

Price: 230 Taka

উৎসর্গ

বন্ধু মানসুর রহমান ভূঁইয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় কিছু টুকিটাকি লেখার চেষ্টা করতাম। আমার এক বন্ধু চাইত আমার লেখা সবার আগে আগে পড়ার। পড়াশুনার সেই জীবন শেষ হয়েছে বহুদিন হল। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাস এলেই সে বইমেলায় যায় আর আমার কোন বই বের হয়েছে কিনা খোঁজ নেয়। প্রায় প্রতিবারই সে হতাশ হয়ে আর ফিরে যায়। আমাকে কিছুই বলে না। আমার সাথে তার নিয়মিত দেখাও হয় না। তাকে আর হতাশ হতে হবে না ভেবেই ভালো লাগছে।

পাঠক্রম

বৃহৎ সংকোচন	...	৭-১০
ধার	...	১১-১৭
পরিধিতে প্রতিবিম্ব	...	১৮-২১
ওয়াও	...	২২-২৬
বিজ্ঞাপন	...	২৭-২৯
প্রথম আগন্তুক	...	৩০-৭০
ঈশ্বরীয় আবেশ	...	৭১-৭৫
পৃথিবীর জন্য ভালোবাসা	...	৭৬-৭৯

বৃহৎ সংকোচন

মহাকাশযানের বিশাল স্ক্রিনের সামনে হতাশাজনক অপ্রকৃতস্থভাবে দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে রুন মহাকাশযানের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারকে দ্বিতীয়বারের মতো জিজ্ঞেস করল, ‘সিসি, তুমি কি নিশ্চিত হতে পেরেছ এটা কোথায়?’

‘মহামান্য রুন, আমি স্ক্যানিং চালিয়ে যাচ্ছি। আমার আরও কিছু সময় প্রয়োজন। মহাকাশের এই জায়গাটা আমাদের পরিচিত এলাকার সাথে মিলছে না। আমার ডাটাবেজে যে ম্যাপিং দেয়া আছে তার সাথে এখনও মিলাতে পারছি না।’ যান্ত্রিক সুরে সিসি বলে গেল।

রুন ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে।

লীহা ৩৮৭ বানমগ্রহ থেকে বিপুল পরিমাণে জ্বালানি নিয়ে রুন তার নিজ গ্রহে ফিরছিল। রুন মহাকাশবিজ্ঞানী নয়, তবে বহুবার আন্তঃগ্যালাকটিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। মহাশূন্যযান কোন মানুষ ছাড়াই ফিরছিল। বহুদিন ঘরের বাইরে থাকার জন্য সে তার আপনজনের প্রতি এক ধরনের আদি টান অনুভব করতে থাকে। আর তাই মহাকাশযানের নিঃসঙ্গ যাত্রী হিসেবে সে চেপে ওঠে।

সবকিছু ঠিকভাবে চলছিল। যখন সে তার গ্রহ থেকে মাত্র এক বিলিয়ন মাইল দূরে, ঠিক তখন কাছাকাছি কোথাও একটা সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটে। তীব্র বিকিরণ মহাকাশযানে আঘাত হানে। যেহেতু এই মহাকাশযানে ইতিপূর্বে মানুষ চলাচল করেনি, তাই মানুষের জন্য বিকিরণ মোকাবেলার ক্ষেত্রে অতটা শক্তিশালী হিসেবে তৈরী করা হয়নি।

ফলশ্রুতিতে প্রচণ্ড বিকিরণের হাত থেকে বাঁচার জন্য হাইপার ডাইভ দিতে হয়। যেহেতু বিকিরণের সময় প্রথমেই মহাকাশযান কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে, সেহেতু হাইপার ডাইভের ক্যালকুলেশনে কিছুটা এদিক-সেদিক হয়ে মহাশূন্যযানটি এই অজনা স্থানে এসে পরেছে।

‘মহামান্য রুন,’ সিসি জানাতে থাকে, ‘আমরা হয়তো মহাশূন্যের একেবারে নিঃসঙ্গ এলাকায় এসে পৌঁছেছি।’

‘বুঝতে পারলাম না।’

‘আমাদের কাছাকাছি এক হাজার কোটি মাইলের মাঝে কোন গ্রহ, নক্ষত্র, অ্যাস্টরয়েড, এমন কি কোন উল্কা পর্যন্ত নেই। আমি এখানে আসামাত্র চারদিকে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়েছি। এটা কোথাও প্রতিফলিত হয়ে এখনও ফিরে আসেনি।’

রুন চূড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। ‘প্রয়োজনে হলে আবার হাইপার ডাইভ দাও।’

– আমাদের হাতে যে পরিমাণ জ্বালানি আছে তা দিয়ে মাঝারি মানের একটি, আর খুব বেশী হলে তারপরও ছোট একটি হাইপার ডাইভ দিতে পারব।

– আমাদের ফিরে যাবার জন্য কি এই দুইটা হাইপার ডাইভই যথেষ্ট না?

– যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ঠিকমত ম্যাপিং করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত হাইপার ডাইভ দেয়া সন্তোষজনক নয়। কারণ এরপর হয়তো আর অল্পকিছু জ্বালানিই অবশিষ্ট থাকবে।

– আর কতক্ষণ লাগবে তোমার এই ম্যাপিং করতে?

– এখনও বুঝতে পারছি না। হয়তো এক ঘন্টা কিংবা একশত ঘন্টাও লাগতে পারে। মহামান্য রুন, আপনি এই সময়টুকুতে বিশ্রাম নিতে পারেন অথবা কোন আকর্ষণীয় চলচিত্র দেখতে পারেন।’

রুন বলে উঠল, ‘বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি। সুযোগ হলে খানিকটা ঘুমিয়ে নেব।’

সিসি বলল, ‘মহামান্য রুন, আমি কি আপনার শয়নকক্ষের অক্সিজেনের সাথে খানিকটা যেওন ৮২ গ্যাস মিশিয়ে দেব। আপনি খুব ভালো কিছু স্বপ্ন দেখতে পেতেন।’

–তার কোন প্রয়োজন নেই।’

রুন তার শয়নকক্ষের দিকে হাঁটতে থাকে।

শয়নকক্ষে পৌঁছামাত্র রুন তার শরীর বিছানায় এলিয়ে দেয়। বিছানার পার্শ্বে মহাকাশযানের বিশাল মোটা কাচ। সে শুয়ে একদৃষ্টিতে নিকষ কালো মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। একসময় তার চোখের সামনে একটা বিশাল খোলা প্রান্তর ভেসে ওঠে। রুন ঘুমিয়ে পড়ে।

একটা বিশাল খোলা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে কুয়াশাভেজা সকালবেলা কারও হাত ধরে রুন হাঁটতে থাকে। যতটা বেলা বাড়তে থাকে, রুন ও তার সঙ্গী তবুও হাঁটতে থাকে। একসময় সন্ধ্যা হয়ে আসে। আকাশে হাজার তারার খেলা চলতে থাকে। তারা দু’জন খোলা প্রান্তরে শুয়ে তারার খেলা দেখতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত দু-একটা উল্কা ছুটে চলে। রুন অনেক চেষ্টা করে তার সঙ্গীর দিকে তাকাতে কিন্তু পারে না। সে অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকে সঙ্গীটা কে। হঠাৎই আকাশ থেকে তীব্র গতিতে কিছু একটা তাদের দিকে ছুটে আসে। তারা দুজনই ছিটকে দুদিকে চলে যায়।

রুনের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। রুনের মনে হতে থাকে কতটা জীবন্ত সে স্বপ্ন!

ঘুম ভাঙ্গার পরও সে দেখতে পায়, সে মহাকাশযানের কাঁচঘেরা জানালার দিকে তাকিয়ে আছে।

রুন আবারও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎই তার মনে হয়, কোথাও কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ধরতে পারে না।

কিছু না বুঝতে পেরে যখন সে সিসি-কে ডাক দেবে ঠিক তখনই বুঝতে পারে ঘুমাবার আগে মহাশূন্যকে তার যতটা নীকষকালো মনে হয়েছিল, এখন অতটা কালো মনে হচ্ছে না। গভীরভাবে খেয়াল করলে সামান্য একটু নীলাভ লাল রঙ অনুভব হয়। সে সিসিকে ডাক দেয়–

'সিসি, মহাকাশে কি ঔজ্জ্বল্যতার পরিবর্তন লক্ষ্য করছ? আবার কি কোন সুপারনোভা?'

– না মহামান্য রুন, এটা সুপারনোভার বিস্ফোরণের ঔজ্জ্বল্য নয়।

–তাহলে?

– আমিও সেটা বুঝতে পারছি না। সুপারনোভার হলে বিকিরণ ধরতে পারতাম। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই।

তারপর হঠাৎ করেই সিসি বলে ওঠে, 'মহামান্য রুন, একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে। আমি যতগুলো বেতার তরঙ্গ পাঠিয়েছি একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে তার প্রতিটি এইমাত্র একসাথে ফেরত এসেছে। তারমানে ওই দিকে একটা বিশাল কোন কিছুর অবস্থান আছে।'

– সেটা কোন দিকে?

– এটা কী করে সম্ভব?

– আমিও বুঝতে পারছি না মহামান্য রুন।

ইতিমধ্যে মহাশূন্যের ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সিসি বলে, মহামান্য রুন, 'ইতিমধ্যে মহাশূন্যের তাপ এবং এই অংশের ভর উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। যা আমাদের সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের বিপরীত।'

রুন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'সিসি আমি একটা সন্দেহ করছি। হয়তো আমরা সেটার শুরুটা দেখছি।'

– মহামান্য রুন, আপনি যা বুঝতে চাচ্ছেন আমি সেটা বুঝতে পারছি।

– হ্যাঁ সিসি, মহাবিশ্বের ইতিহাসে সর্বশেষ ঘটনা তাহলে শুরু হয়ে গেছে আর আমরা এই মুহূর্তে মহাবিশ্বের সে সীমানায় আছি, সেখান থেকে বৃহৎ সংকোচণ শুরু হয়েছে।

– মহামান্য রুন, আমি হাইপার ডাইভের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলেছি।

রুন মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'আমরা হাইপার ডাইভ দিলে আমাদের এলাকার পৌছানোর সম্ভাবনা কতটুকু?'

সিসি বলে, 'শতকরা একভাগেরও কম। কারণ আমি এখনও ম্যাপিং করতে পারিনি; আর আমরা আছি মহাবিশ্বের একবারে প্রান্তসীমানায়।'

– তাহলে আর হাইপার ডাইভের প্রয়োজন নেই।

– কিন্তু মহামান্য রুন, আমরা হাইপার ডাইভ দিলে বেঁচে যাব একশত ভাগ।

– তাহলে মহাবিশ্বের এত সুন্দর একটা দৃশ্য আমি দেখতে পাব না।'

– কিন্তু এটা তো রীতিমতো আত্মহত্যা।

– কিছু ব্যাপার থাকে, যাকে আত্মহত্যা বলা যায় না।

রুন গভীর বিস্ময়ে বিশাল মহাকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আলোকচ্ছটা এখন আরও মোহনীয় হয়ে উঠেছে। আমি এই অতিসুন্দরীয় দৃশ্য দেখে মরতে চাই।

সিসি কলে ওঠে, 'আমি এখনও মানুষের সকল আবেগ ও অনুভূতি বুঝতে পারি না।'

'তোমার বোঝার প্রয়োজনও নাই।' রুন জবাব দেয়।

তখন দূর মহাকাশের নীলাভ লাল আলোকচ্ছটা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে এগিয়ে আসতে থাকে। রুন একদৃষ্টিতে অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

ধার

রায়হান অফিসে যাবার পরের সময়টা মৌরীর কাটতেই চায় না।

রায়হানের অফিস সকাল নয়টায়। তাকে বাসা থেকে বের হতে হয় আটটার মধ্যে। রাস্তার জ্যাম ছাড়াও সহজে বাস পাওয়া যায় না–এসব কারণেই তাকে আটটার মধ্যে বের হতে হয়। আর সেজন্য তাকে ঘুম থেকে উঠতে হয় সকাল সাড়ে ছ'টায়। মৌরীও তখন ওঠে। রায়হানের জন্য খাবার তৈরী করে। সকালে গরম ভাত না খেয়ে রায়হান অফিসে যেতে পারে না। ভাত ছাড়া অন্য কিছু খেলে সকাল এগারোটার দিকে প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগে। আর তখন তার হাত-পা কাঁপে।

স্বামী অফিস যাবে বলেই যে মৌরী প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠে ভাত রান্না করে ব্যাপারটা ঠিক সেরকমও না। মৌরী খুব যত্নসহকারে গভীর আগ্রহ নিয়ে রায়হানের জন্য খাবার তৈরী করে। রায়হানের জন্য মৌরীর প্রচণ্ড ভালোবাসা।

রায়হান চলে যেতেই মৌরী খাবার টেবিলটা গুছাতে থাকে। রায়হান কখনই চায়ের কাপটা পুরোপুরি শেষ করে না। আধাআধি খেয়েই চলে যায়। মৌরী টেবিল গুছানোর সময় প্রতিদিন রায়হানের চায়ের বাকীটুকু এক চুমুকেই খেয়ে ফেলে। কেন জানি তার এই কাজটি করতে খুব ভালো লাগে।

টেবিল গুছানোর পর মৌরী বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেয়। মোবাইলে এসএমএস আসে। ঠিক এসময়ে এসএমএস'র অর্থ একটাই রায়হান অফিসে পৌঁছেছে। সে মোবাইল হাতে নিয়ে দেখে, হ্যাঁ তাই। এখন কিছুটা সময় ঘুমাবে। অন্তত ঘুমুবার চেষ্টা করবে। প্রতিদিন যে সে ঘুমাতে পারে ঠিক সেটা নয়। মাঝে মাঝে তার ঘুমই আসে না। তখন সে টিভি দেখে। সাড়ে ন'টার দিকে দরজার কাছে গেলেই দেখা যায় নতুন পেপার। পেপারওয়ালা দরজার নীচ থেকে পেপার দিয়ে যায়।

ঘুম আসছিল না বলে সে পেপারটা নিয়ে আসে। সময় কাটে না বলে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পেপার পড়ে। রাজনীতি, সারাদেশের খবর, খেলাধুলা, সম্পাদকীয় সবশেষ করে ক্ল্যাসিফাইড বিজ্ঞাপনগুলোতে চোখ বুলায়। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনে তার চোখ আটকে যায়, 'আপনি চাইলে একদিনের জন্য হয়ে উঠতে পারেন অসাধারণ সুদর্শন এক যুবক কিংবা সুন্দরী তরুণী।' আর কিছুই লেখা নেই। শুধু একটা ফোন নাম্বার। মৌরী অবাক হয়। এটা কেমন কথা! একদিনের জন্য সুন্দরী তরুণী!

মৌরী ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখতে থাকে। ভাবনায় আসে, তার চেহারার কথা। ভাবে সে কি দিন দিন তার আকর্ষণ হারাচ্ছে? রায়হান কি এখনও প্রথম দিনের মত তাকে ভালোবাসে? বিয়ের এই দুই বছরে তার মাঝে কি বয়সের ছাপ পড়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

মৌরী মোবাইলটা হাতে নেয়। ফোন করে সেই অজ্ঞাত নম্বরে।

ওপাশ থেকে কেউ একজন বলে ওঠে, 'হ্যালো।'

– আমি পেপারে বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করেছি। মৌরী জবাব দেয়।

– হ্যাঁ, বলুন।

– আমি আপনাদের বিজ্ঞাপনটার ব্যাপারে জানতে চাই। একদিনের জন্য আপনারা কাউকে সুন্দরী তরুণী বানাতে চাইছেন, ব্যাপারটা নিয়ে জানতে চাইছিলাম।

মৌরী যতটা সম্ভব ধীর গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ করলো।

– আমরা আসলে মানুষকে একদিনের জন্য কারও শরীর ধার দিই। ওপাশ থেকে বলল।

– শরীর ধার দেন! মৌরী খুব অবাক হয়।

– হ্যাঁ, আমরা শরীর ধার দিই।

ওপাশ থেকে বলে। মৌরীর বিস্ময় কাটে না। সে জানতে চায়, 'শরীর কীভাবে ধার দেন?'

'যেভাবে মানুষ অন্য সব জিনিস ধার নেয়, সেভাবেই আমরা শরীর ধার দিই। একদিনের জন্য। মানুষ যেভাবে রেন্ট-এ-কার থেকে গাড়ি ধার নেয় আমরা সেরকম শরীর ধার দিই। আপনি চাইলে আমাদের অফিসে এসে ব্যাপারটা দেখে যেতে পারেন।' ওপাশ থেকে তাদের অফিসের ঠিকানা দেয়। মৌরী অবাক হয়ে দেখে যে ঠিকানাটা তার বাসার আশেপাশেই।

মৌরী ঘড়ির দিকে থাকায়। সাড়ে এগারোটা বাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে হালকা সাজগোজ করে বেড়িয়ে পড়ে।

ফোনে দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী সে একটা দোতালা লাল ইটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির সামনের শ্বেতপাথরে বড় করে লেখা 'করিম ল্যাবরেটরী'। নীচে ছোট করে লেখা– ড. মোবাশ্বের করিম।

নামটা কেন জানি তার পরিচিত মনে হতে থাকে। সে গেটে ধাক্কা দেয়। ওপাশ থেকে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সম্ভবত কোন দারোয়ান নেই। মৌরী নিজে হাত বাড়িয়ে গেটটা খুলে ফেলে।

ভিতরে সুন্দর লম্বা পথ। দুধারে বেশকিছু পাতাবাহারের গাছ আর অসংখ্য গোলাপ। মৌরী মোটামুটি ভড়কে যায়। একসাথে ফুলফোটা এত গোলাপ গাছ সে